B.A. Sem.- IV (General)
Sub:- Political Science
Paper - CC-4 (Introduction to I.R.)
Syllabus Unit No- 2-(ii) Rise and Fall of Detente.

Prepared by: Prafulla Patra

Q: বিশ্ব-রাজনীতিতে দাঁতাত (Detente) পর্বের উদ্ভব এবং অবসান বিষয়ে একটি টীকা লেখ।

Ans: ট্রুম্যান ডকট্রিন, মার্শাল পরিকল্পনা, ন্যাটো ইত্যাদি মার্কিন সোভিয়েত বেষ্টনীমূলক নীতি (Policy of containment) হল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ও কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ রাখা। 1950 সালে কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে যোগদান করেনি। কোরিয়ার যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের containment নীতির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি ব্যাহত হলেও পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাব অক্ষুন্ন থাকে। এর ফলে আমেরিকার রক্ষণশীল রিপাবলিকান পার্টি সোভিয়েত অগ্রগতি ও প্রভাব রোধ না সীমাবদ্ধ রাখা বিষয়ে Containment নীতি বিষয়ে সমালোচনামুখর হয়ে পড়ে। 1952 সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে জেনারেল আইসেনহাওয়ার প্রার্থী হন। এই নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির অন্যতম নেতা ডালেস (Dulles) Democratic পার্টির বেষ্টনী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং বিকল্প নীতি হিসাবে Policy of Massive relation-এর কথা উল্লেখ করেন। Containment নীতি অপেক্ষা Massive relation নীতি অনেক বেশি কার্যকরী বলে ডালেস প্রচার করেন। এই নীতির মূল কথা ছিল কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি রোধ নয়, সোভিয়েত প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলিকে মুক্ত করতে হবে মার্কিন নীতির লক্ষ্য। এই নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি জয়ী হয়। কিন্তু আইসেনহাওয়ার বা ডালেসের পক্ষে Massive relation or Liberation-এর কোন নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা বরং আগের ডেমোক্রেটিক পার্টির containment নীতি অনুসরণ করেই চলেন। ডালেসের উদ্যোগে মধ্যপ্রাচ্যে 'মেডো' (MEDO - Middle East Defence organisation) এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'সিয়াটো' (SEATO - South East Asian Treaty organisation) চুক্তি হয়। এই 'মেডো' এবং 'সিয়াটো' উভয়ই containment নীতির উগ্র প্রতিফলন।

দাঁতাত রাজনীতি

1954 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষ ইন্দোচীনে আগ্রাসনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তখনও Massive relation নীতি গ্রহণ করতে পারেনি এই যুদ্ধে। কারণ এই নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুসরণ করলে আঞ্চলিক [illegible] প্রচণ্ড যুদ্ধে পরিণত হত [illegible] যুদ্ধ আন্তর্জাতিক বা পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত হত। সুতরাং massive relation নীতি মোটেই কার্যকরী ছিল না। সোভিয়েত দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এমন পরিস্থিতি হয় যে, উভয় রাষ্ট্রের কাছে সর্বাত্মক যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধ করা মানেই তা পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর পারমাণবিক যুদ্ধ মানেই মানবজাতির ধ্বংস। এর ফলে নতুন সমরনীতির উদ্ভব হয়ে যায়। কেনেডির সময় এই [illegible] নীতি ঘোষণা করেন এবং সম্প্রসারণবাদী শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়াই সমাজতন্ত্রের প্রসার রোধ করার চেষ্টা করেন। সুতরাং এই ঘোষণার পর মার্কিন সমরনীতির পররাষ্ট্র নীতিরও পরিবর্তন দেখা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা ক্রুশ্চেভ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই নীতি গ্রহণ করেন। ~~[illegible]~~ কেনেডি মার্কিন কংগ্রেসের কাছে 1961 সালে যে বাণী প্রেরণ করেন সেই বাণীতে উল্লেখ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও প্রথম আক্রমণ করবে না, তবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থাকবে। মার্কিন কংগ্রেসের কাছে উল্লেখ করেন যে, তাঁর প্রেরিত বাণীতে [illegible] যাতে যুদ্ধ আকস্মিক না হয় এবং [illegible] যাতে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত না হয় সেদিকে এবং সেই ~~[illegible]~~ আঞ্চলিক যুদ্ধ [illegible] মার্কিন সরকারের সজাগ দৃষ্টি থাকবে।

Inter continental ballistic missile প্রভৃতি [illegible] এবং [illegible] সোভিয়েতের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র [illegible] হয় ওঠে। সেই সময় [illegible] মার্কিন [illegible] আক্রমণ করে [illegible] এই সময় [illegible] রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি [illegible] শতকের [illegible] দশকে [illegible] চীনের [illegible] ~~[illegible]~~ (সোভিয়েত [illegible]) [illegible] এই [illegible] দ্বিমেরু রাজনীতি (bipolar politics) এর পরিবর্তে ত্রিমেরু রাজনীতির ~~tripolar~~ (Tri-Polar politics) [illegible] গ্রহণ করতে [illegible] চীনের প্রতি [illegible] গ্রহণ করে। এতদিন মার্কিন সরকার চীনের প্রতি [illegible] চীন-সোভিয়েত বিরোধ দেখা দেওয়ায় চীনও [illegible] কিন্তু [illegible] আগ্রহী হয়। মার্কিন [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] 1971 সালে চীনের [illegible] 1972 সালে নিক্সন [illegible] হয়। [illegible] মার্কিন প্রেসিডেন্ট [illegible] চীন-মার্কিন [illegible] স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এভাবে [illegible]

ঠান্ডা লড়াই

সম্পর্কের (সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মার্কিন ~~সম্পর্কের~~) সামান্য উন্নতি হয়। রাষ্ট্রপতি নিক্সন 1972 সালের মে মাসে মস্কো সফর করেন এবং 1973 সালে জুন মাসে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ~~লিওনিদ ব্রেজনেভ~~ লিওনিদ ব্রেজনেভ মার্কিন সফরে যান এবং নিরস্ত্রীকরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, এছাড়া বারে বারে উভয় দেশের মধ্যে বিভিন্ন-বিষয়ে আদান-প্রদানও চলে। এর ফলে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক এই সময় থেকে আর তত তিক্ততার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত-বিরোধ থাকলেও উভয়ের সম্পর্কে আর তিক্ততার সম্পর্ক সামঞ্জস্য হতে পারেনি। এই নতুন সম্পর্ককে দাঁতাত (detente) বলে অভিহিত করা হয়। এই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা কমতে ~~থাকে~~ থাকে, এর ফলে শুরু হয় দাঁতাতের যুগ শুরু হয়। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছিল সোভিয়েত ও চীন উভয়ের সাথেই আলাদা আলাদা সম্পর্ক বজায় রাখা। প্রকৃতপক্ষে চীন-সোভিয়েত বিরোধের জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে চীন-সোভিয়েত বিরোধ চরমে ওঠায় উভয় রাষ্ট্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়।

তবে এই দুই মহাশক্তির দেশের মধ্যে দ্বি-সম্পর্ক ~~[illegible]~~ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ইয়োমকিপুর যুদ্ধে দুই শিবিরের পারস্পর-বিরোধিতায় আবার সম্পর্কের অবনতি হয়। কম্বোডিয়া ও লাওসে পুনরায় মার্কিন বোমারু বিমান হানা অব্যাহত রাখায় মুখে পড়ে। মিশর ও সিরিয়ার সেনাদের আক্রমণে ইজরায়েলের সাথে যে যুদ্ধ শুরু হয়, তাতে আরব দেশের পক্ষে সোভিয়েত সাহায্য ও সমর্থন এবং ইজরায়েলের পক্ষে মার্কিন সহ পশ্চিমী দেশগুলির সাহায্য ও সমর্থন ঠান্ডাযুদ্ধ বিরোধী আবহাওয়াকে ~~[illegible]~~ আবার নতুন করে তুলল এবং ঠান্ডা রাজনীতির পাঠের সমাপ্তি হল।